ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

প্রথম খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

মূল আরবি গ্রন্থ : মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম

লেখক : ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী (১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড)
উমাইর লুৎফর রহমান (৩য় খণ্ড)

সম্পাদনাপর্ষদ : আতাউস সামাদ, আব্দুর রহীম আল-আজহারী, মাহমুদুল হাসান, মিশকাত আহমদ, রেদওয়ান সামী, সদরুল আমীন সাকিব, সাকিব আবদুল্লাহ

বানান সমন্বয় : খন্দকার আব্দুল গাফফার, মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন

চিত্রবিন্যাস : আখতারুজ্জামান, উজ্জ্বল আহমেদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ

প্রচ্ছদ : আখতারুজ্জামান

সার্বিক সমন্বয় : সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশক : মো. রাকিবুল হাসান খান

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ১১
অনুবাদকের কথা.....১৩
লেখকের ভূমিকা.....১৫

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর তুলনায় ইসলামি সভ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিকাশলগ্নে বিশ্বসভ্যতা

প্রথম অনুচ্ছেদ : গ্রিক সভ্যতা.....৩৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ভারতীয় সভ্যতা.....৪১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্যসভ্যতা.....৪৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : রোমান সভ্যতা ৫১
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইসলামপূর্ব আরব.....৫৯
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : একনজরে ইসলামপূর্ব বিশ্ব ৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি ও ভিত্তি

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুরআন ও সুন্নাহ.....৭৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি জাতি-গোষ্ঠী.....৭৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অন্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি উদারপন্থা অবলম্বন ৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বজনীনতা.....৯৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : একত্ববাদ.....৯৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা.....১০৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নৈতিকতা.....১১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধিকার

প্রথম অনুচ্ছেদ : মানবাধিকার.....১২১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নারীর অধিকার.....১২৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কর্মজীবী ও শ্রমিকদের অধিকার.....১৩৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার.....১৪৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : এতিম, নিঃস্ব ও বিধবার অধিকার.....১৫১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : সংখ্যালঘুদের অধিকার.....১৫৭
সপ্তম অনুচ্ছেদ : জীবজন্তুর অধিকার.....১৬৩
অষ্টম অনুচ্ছেদ : পরিবেশের অধিকার.....১৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বাসের স্বাধীনতা.....১৮১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : চিন্তার স্বাধীনতা.....১৮৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মত প্রকাশের স্বাধীনতা.....১৮৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ব্যক্তি স্বাধীনতা.....১৯৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মালিকানার স্বাধীনতা.....২০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রী বা দাম্পত্যজীবন.....২১১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সন্তান.....২১৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মা-বাবা (ছোট পরিবার).....২৩১
চতুর্থ অনুচ্ছে : আত্মীয়স্বজন (বড় পরিবার).....২৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ

প্রথম অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্ব.....২৪৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সহযোগিতা.....২৫১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সুবিচার ও ইনসাফ.....২৬৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : দয়া.....২৭১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামে শান্তিই মূলনীতি.....২৮৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি.....২৮৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামে যুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য.....৩০১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইসলামে যুদ্ধের নৈতিকতা.....৩০৭

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান-সংস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং জ্ঞানের নতুন দর্শন

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ নেই.....৩১৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞান সবার জন্য.....৩৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং বিজ্ঞানীদের চিন্তার পরিবর্তন

প্রথম অনুচ্ছেদ : পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি.....৩৩৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : প্রায়োগিক দিক.....৩৫১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিজ্ঞানী দল.....৩৫৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের আমানত.....৩৫৯

চিত্র সূচি

চিত্র নং-১ : মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রত্রয় রচিত 'আল-হিয়াল'.....৩৫৫
চিত্র নং-২ : ইবনে নাফিস রচিত 'আশ-শিফা'.....৩৬০

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। তাঁর প্রশংসিত রাসুল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বর্ষিত হোক রহমত ও শান্তিধারা।

মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জমিনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি তাদের প্রেরণ করেন। মানুষের সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল-কিছু তাদের অধীন করে দেন এবং পৃথিবীজুড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যুগে যুগে নবী-রাসুল ও কিতাব পাঠান। তারপর মানবসম্প্রদায় সে অনুযায়ী আল্লাহপ্রিয় দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন করে এবং তার উন্নয়নকল্পে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয়ের মাধ্যমে চমৎকার এক পৃথিবী সাজায়।

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা এবং এই ধর্মের অনুসারী মুসলিমজাতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। কেননা মানবজাতির কল্যাণেই তাদের আবির্ভাব। তাদের সর্বপ্রধান কীর্তি হচ্ছে, মহান রবের প্রতি আত্মনিবেদিত মানবজাতি গঠনে তারা অনন্যসাধারণ। তবে মুসলিমজাতির অবদান শুধু রবের সাথে মানবজাতির সেতুবন্ধন সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানবকল্যাণের প্রতিটি শাখাতেই তাদের অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। হাজার বছরের ইতিহাস তাদের কৃতিত্বে ভরপুর। তবে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে এই জাতির অধিকাংশ সদস্যই তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আবিষ্কার-উন্নয়ন সম্পর্কে অবগত নয়। যে কারণে তারা হীনম্মন্যতার শিকার। নিজ জাতির গৌরবময় অধ্যায় না জানার কারণে পশ্চাৎপদতার আঁধার তাদের যেন কাটে না।

ড. রাগিব সারজানি সাম্প্রতিক সময়ের বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদ। ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে লিখে ইতিমধ্যে তিনি বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তার বদ্ধপরিকর চিন্তা-চেতনা হচ্ছে মুসলিমজাতির মাঝে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া। জাতির সন্তানদের মাঝে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা ও তাদের আত্মপরিচয়ে বলীয়ান

করা। সে ধারারই এক মূল্যবান উপহার *মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম* নামক গ্রন্থ, যা আজ অনূদিতরূপে পাঠকের হাতে। ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদর লাভ করে। জাতিগঠন ও জগদ্‌বিনির্মাণে মানবেতিহাসের পরতে পরতে মুসলিমদের আবিষ্কার, উন্নয়ন ও অবদানের বীরত্বগাথা নিয়ে এটি এক অনন্য রচনা।

চমৎকার বিষয়বস্তু, নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত, মানোত্তীর্ণ উপস্থাপনা সব মিলিয়ে এটি লেখকের অনবদ্য এক সৃষ্টি। রচনামানে উত্তীর্ণ হয়ে তা 'মুবারক অ্যাওয়ার্ডের' জন্য শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে মনোনীত হয়। বাংলাভাষী পাঠকসমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের গ্রন্থশূন্যতা অনুভব করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ পাঠকের সেই শূন্যতা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম ও সম্পাদনার পেছনে দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে। সম্মানিত অনুবাদকদ্বয় ও সম্পাদনাপর্ষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তা আজ পাঠকের হাতে। গ্রন্থটির বৈষয়িক গুরুত্ব বিবেচনা করে একে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছে। আমরা আশা করি, এটি পাঠককে তৃপ্ত করতে সক্ষম হবে। তবুও মানবীয় দুর্বলতাহেতু এতে কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি ও অসৌন্দর্য থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই পাঠকের নজরে কোনোপ্রকার ত্রুটি গোচরীভূত হলে নসিহাস্বরূপ আমাদের তা জানানোর অনুরোধ থাকল। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

সম্পাদনাপর্ষদ
মাকতাবাতুল হাসান
জুমাদাল উলা, ১৪৪২ হি.

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর অশেষ রহমতে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হলো। ড. রাগিব সারজানি কর্তৃক রচিত এটি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বলা যায়, এই গ্রন্থ তাকে খ্যাতির চূড়ায় আসীন করেছে এবং তাকে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামি সভ্যতার যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তা অনন্য ও তুলনারহিত। কিছু কিছু জায়গা সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রন্থটির চমৎকার বিন্যাস তা পুষিয়ে দিয়েছে। প্রথমে তিনি ইসলামপূর্ব বিশ্ব ও অন্যান্য সভ্যতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারপর ইসলামি সভ্যতার উদ্ভব, উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর আলোকপাত করেছেন। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিক থেকে ইসলামি সভ্যতাই যে অগ্রগামী তা তিনি জোরালো ভাষায় প্রমাণ করেছেন। মানবাধিকার, চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা, মুসলিম পরিবার ও সমাজের কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে দালিলিক আলোচনা করেছেন। ইসলামি সভ্যতার যুদ্ধকালীন আচরণ ও নৈতিকতা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন।

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞানের ব্যাপকতা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের দর্শন, জ্ঞানী সমাজের চিন্তার পরিবর্তন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিষয় লেখক হৃদয়গ্রাহীরূপে তুলে ধরেছেন। জ্ঞানের পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি ও প্রায়োগিক দিকের ওপর যেমন আলোকপাত করেছেন, তেমনই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন : চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, রসায়নশাস্ত্র, ওষুধবিজ্ঞান, বীজগণিত ও যন্ত্রপ্রকৌশলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনন্য আবিষ্কার ও অবদান তুলে ধরেছেন।

সভ্যতা বিনির্মাণে আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অবদান অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে লেখক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। জ্ঞানের উদ্ভাবন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস, স্রষ্টা-সম্পর্কিত ধারণার সংশোধন ইত্যাদির

পাশাপাশি ইসলামি দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজবিদ্যার ওপর আলোকপাত করেছেন।

সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি সভ্যতার অবদান কী তা অত্যন্ত দালিলিক বয়ানে তুলে ধরেছেন লেখক। বিচারবিভাগ, প্রশাসন, স্বাস্থ্যবিভাগ, পান্থনিবাস, মুসাফিরখানা—এগুলোর উন্নতি ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। ইসলামি শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, অলংকরণশিল্প, আরবি লিপিকলা, তৈজসপত্রের নান্দনিকতা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সৌন্দর্য, পরিবেশের সৌন্দর্য, বাগানচর্চা—এগুলোর আলোচনায় ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্যপ্রিয়তাই ফুটে উঠেছে। চারিত্রিক সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং নাম ও উপাধির নান্দনিকতাও সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা ছিল অনন্য।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও সভ্যতার বিকাশে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব ও অবদান অনস্বীকার্য। চিন্তা ও বিশ্বাস, জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প—সব ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। ইসলামি সভ্যতাই মূলত ইউরোপীয় সভ্যতার পথ রচনা করে দিয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত মনীষীরা এসব বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। ড. রাগিব সারজানি উপর্যুক্ত বিষয়গুলো প্রামাণিকতাসহ প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বাংলাভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ নেই বললেই চলে। গ্রন্থটির অনুবাদ এই সময়ের একটি যৌক্তিক দাবি ছিল। আমরা এই দাবি পূরণ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদে আমি সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করেছি। প্রতিটি বক্তব্য পাঠকের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। সহজবোধ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও টীকা সংযোজন করেছি। গ্রন্থটির পাঠে পাঠকশ্রেণি উপকৃত হবেন আশা করি এবং এতেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আবদুস সাত্তার আইনী
পন্তারী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর গুণগান গাই, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের এবং কর্মরাশির অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিগণ এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর পথে আহ্বানকারীদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত।

আমি যেসব বিষয়ে লিখতে উৎসাহী ছিলাম এবং এখনো আছি, তার অন্যতম হলো ইসলামি সভ্যতা। মানব-প্রকৃতির কালযাত্রা বোঝার জন্য অবশ্যই ইসলামি সভ্যতার গভীর পাঠ নিতে হবে। এটা শুধু এ কারণে নয় যে, ইসলামি সভ্যতা মানবেতিহাসের একটি পর্যায় এবং শুধু এ কারণেও নয় যে, তা প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নতুন সভ্যতার মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে; বরং মানবসভ্যতায় মুসলিমদের রয়েছে বিপুল ও বিশাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ইসলামি সভ্যতার পাঠ নেওয়া ছাড়া মানবসভ্যতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কী উৎকর্ষ সাধন করেছে তা অনুধাবন করা অসম্ভব। মানবসভ্যতার ইতিহাস জানতে হলে নবুয়তের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতাকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ জানতে হবে। কেননা, মানবেতিহাসে এটি এক স্বর্ণোজ্জ্বল সময়।

ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি উগ্র আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে লেখালেখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে গেছে। এই আক্রমণের ব্যানার ও বিষয় হলো মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাৎমুখিতা এবং নিশ্চলতা ও বর্বরতার অপবাদ দেওয়া, সন্ত্রাস ও সহিংসতা মুসলিমদের মৌলিক চারিত্র ও স্বভাব বলে দাবি করা। অধিকাংশ মুসলিমই এসব অপবাদের সামনে হাত গুটিয়ে জিহ্বা মুখের ভেতর পুরে দাঁড়িয়ে আছেন; তারা সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর দিতে পারছেন না, প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও নিতে পারছেন না। এই

মৌনতাবলম্বন মূলত আমাদের শেকড় ও ইতিহাস এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মারাত্মক অজ্ঞতার ফল।

যে অজ্ঞতা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে অবরুদ্ধ রেখেছে, তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার এই যে হতাশা ও নৈরাশ্য মুসলিমদের চেতনাশক্তিকে বিকল করে দিয়েছে। এই হতাশা ও নৈরাশ্য মুসলিম উম্মাহর বর্তমান যুগের কিছু কার্যকলাপের প্রতিফল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান অনেকের হৃদয়ে যাতনার সৃষ্টি করবে, যেমন শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এমনকি চারিত্রিক অবস্থা এতটা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যা মুসলিম উম্মাহর মতো একটি সভ্য উন্নত জাতির জন্য মোটেই মানানসই নয়। এ বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আমাদের চিত্তকে এমন হতাশা ও অবসন্নতায় ডুবিয়ে দেয় যা গ্রহণযোগ্য নয়, উপযোগীও নয়।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো আমাদের শেকড়ে ফিরে যাওয়া; আমাদের ইতিহাস পাঠ করা, আমাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কার্যকারণগুলো অনুধাবন করা। এই উম্মাহর সূচনাকাল যা-কিছু দ্বারা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়েছিল, তার পরবর্তীকালও সেসব বিষয় দ্বারাই উৎকর্ষমণ্ডিত হবে। এ কারণে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চায় কাজে লাগানোর জন্য এই ইতিহাস পাঠ করব না এবং এই সভ্যতায় পাণ্ডিত্য অর্জন করব না; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সেই ভিত্তিভূমিকে ফিরিয়ে আনা, ভেঙে পড়া টুকরোগুলোকে পুনর্নির্মাণ করা এবং মুসলিমজাতিকে সঠিক গন্তব্যপথে ফিরিয়ে আনা। একইভাবে আমাদের লক্ষ্য হলো, মানবসভ্যতার যাত্রায় আমাদের অবদান এবং মানবজীবনে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করা। এটা অনুগ্রহ ফলানো নয় এবং অহংকারেরও বিষয় নয়। বরং এটা সত্যকে তার উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, যে ধর্ম বিশ্বমানবের জন্য একটি সর্বোত্তম জাতি নির্মাণ করেছে।

বিষয়টি অত্যন্ত প্রিয় হওয়া এবং এ বিষয়ে লিখতে আমার আগ্রহ-উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও আমি প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে গোপন করব না যে, এ বিষয়ে কলম ধরা অত্যন্ত শক্ত কাজ।

বিভিন্ন কারণে এই কাঠিন্য সৃষ্টি হয়েছে : সভ্যতার সংজ্ঞা নির্মাণে চিন্তাবিদ ও লেখকগণের মতভিন্নতা, মানবসভ্যতার শত শত বিষয়ে মুসলিমদের ব্যাপক অবদান, যে সময়কে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি তার বিপুল বিস্তৃতি, কারণ আমরা চৌদ্দ শতাব্দীরও বেশি সময়ের প্রচেষ্টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। আরও একটি কারণ এই যে, আমরা পশ্চিমের দেশ স্পেন থেকে নিয়ে প্রাচ্যের দেশ চীনসহ অসংখ্য ভূখণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করব, যেখানে মুসলিমগণ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বংশবিস্তার করেছেন। এসব জটিলতা বইটিতে বারবার বিন্যাস-পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য করেছে। যখনই আমি বইটির অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো বিন্যাসের একটি রূপরেখা দাঁড় করেছি, আমাকে অন্য একটি রূপরেখা দাঁড় করাতে হয়েছে। অবশেষে এটি বক্ষ্যমাণ অবস্থায় রূপ নিয়েছে। আমার মনে হয়, যদি আরেকবার দৃষ্টি বোলাতাম, তবে আমাকে আরেকবার বিন্যস্ত করতে হতো।

সম্ভবত এ বিষয়বস্তুতে সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হলো সভ্যতার সংজ্ঞায়নে চিন্তাবিদদের মধ্যে স্পষ্ট মতভিন্নতা, সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পরিচয়। পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের কাছে সভ্যতা বলতে কেবল 'নগরে বাসস্থান'-ই বোঝাত। আর নগর বলতে মরুভূমি বা গ্রাম এলাকার বিপরীত বিষয় বোঝানো হতো। এ ব্যাপারে ইবনে মানযুর[১] বলেছেন, সভ্যতা হলো নগরে বসবাস। তাদের মতে নাগরিক মানুষ এবং যাযাবর ও গ্রাম্য মানুষ এক নয়।[২]

কিন্তু এরপরে সভ্যতার উল্লিখিত অর্থের বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে এবং শিল্প, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, আইনকানুন, মোটকথা নাগরিক মানুষেরা যা-কিছু উপভোগ করে তার সব অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ বা যাযাবর মানুষের জীবনাচারে এসব উপকরণ থাকে না, কিন্তু এসব বিষয় নাগরিক মানুষের জীবন সুন্দর ও সুচারু করে তোলে। অর্থাৎ, বর্ণিত সংজ্ঞায়

---

১. ইবনে মানযুর : আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলি, জামালুদ্দিন ইবনে মানযুর আল-আনসারি আর-রওয়াইফিয়ি আল-ইফরিকি (৬৩০-৭১১ হিজরি/১২৩২-১৩১১ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী। মিশরে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বলেছেন তার জন্ম ত্রিপোলিতে। তিনি কায়রোর ইনশা দপ্তরে চাকরি করেন। এরপর ত্রিপোলিতে বিচারক পদে নিযুক্ত হন। আবার মিশরে ফিরে আসেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, *আল-'আলাম*, খ. ৭, পৃ. ১০৮।

২. ইবনে মানযুর : *লিসানুল আরব*, حضر মূলধাতু, খ. ৪, পৃ. ১৯৬।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো জীবনের জন্য আবশ্যক নয় বরং সৌন্দর্যবর্ধক। ইবনে খালদুন[৩] সভ্যতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, কোনো বসতির প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বাভাবিক প্রচলিত অবস্থা। বিলাসব্যসনের পার্থক্যের দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়গুলোর পার্থক্য নির্ণীত হয়। এ ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মধ্যে স্বল্পতায় ও আধিক্যে সীমাহীন পার্থক্য রয়েছে।[৪]

সম্ভবত সভ্যতার মূল শব্দটি ইউরোপীয় পরিভাষায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকবে। সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ civilization ল্যাটিন শব্দ civis থেকে এসেছে। শব্দটি নাগরিক বা নগরের অধিবাসী বোঝায়।[৫] অর্থাৎ, শব্দটি ইউরোপীয়দের কাছে যারা শহরে বাস করে তাদের বোঝায়। পরবর্তীকালে অন্যদের কাছে যেমন শব্দটি ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে, তেমনই ইউরোপীয়দের কাছেও শহরে বসবাসকারী মানুষের অবস্থাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এ শব্দটি অর্থগত বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ কারণে চিন্তাবিদদের কাছে সভ্যতা ও নাগরিক জীবন শব্দ দুটি অনেকাংশে সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে, যদিও এগুলোর অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু এই ভাষাগত মৌলিক অর্থ চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সর্বসম্মত চিন্তা ও অভিমতকে প্রতিফলিত করে না। কারণ তাদের পরস্পর বিপরীতমুখী ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। এই মতভিন্নতা কেবল (সভ্যতা শব্দটির) ভাষাগত ভিন্নতা বোঝায় না; বরং চিন্তাগত, আদর্শগত, চরিত্রগত এমনকি বিশ্বাসগত ভিন্নতাও বোঝায়।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ মানুষকে সভ্যতার বিষয়বস্তু করেছেন এবং মানুষের চারিত্রিক, নৈতিক ও আচরণগত উৎকর্ষকে সভ্যতারূপে বিবেচনা করেছেন। সন্দেহ নেই যে, এটি একটি চমৎকার অভিমত। এতে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় এবং তাকে বস্তুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। এখানে একইসঙ্গে মানুষের চিন্তা ও আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদাহরণত,

---

৩. ইবনে খালদুন : আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হিজরি/ ১৩৩২-১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ)। ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী। জন্ম ও বেড়ে ওঠা তিউনিসিয়ায়। দেখুন, ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ৭৬ এবং আস-সাখাবি, *আদ-দাওউল লামিউ*, খ. ৪, পৃ. ১৪৫-১৪৯।

৪. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯।

৫. তাওফিক আল-ওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারিনাতুন বিল হাদারাতিল গারবিয়্যাহ*, পৃ. ৩১।

এই ঘরানার চিন্তাবিদদের একজন হলেন মালেক ইবনে নবি[৬]। তিনি সভ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'চিন্তাগত অনুসন্ধান ও আত্মাগত অনুসন্ধান' হিসেবে।[৭] একইভাবে সাইয়িদ কুতুব[৮] এই অর্থকেই জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, সভ্যতা হলো যা মানবজাতিকে চিন্তাভাবনা, আদর্শ-মতাদর্শ এবং মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মূল্যবোধ দান করে।[৯] এই দুইজনের পূর্বে অ্যালেক্সিস ক্যারেল[১০] অনুরূপ লক্ষ্যপানে এগিয়েছেন এবং সভ্যতাকে চিন্তাগত ও আত্মিক

---

৬. মালেক ইবনে নবি (১৯০৫-১৯৭৩ খ্রি.) : আলজেরিয়ান চিন্তাবিদ, দার্শনিক। বর্তমান যুগের ইসলামি চিন্তাবিদদের অন্যতম। ইসলামি সভ্যতা ও রেনেসাঁস সম্পর্কে লিখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। প্যারিস, কায়রো ও আলজেরিয়ায় বসবাস করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

الظاهرة القرانية، شروط النهضة ، وجهة العالم الإسلامي.

৭. মালেক ইবনে নবি, *শুরুতুন নাহদা*, পৃ. ৩৩।

৮. পুরো নাম সাইয়িদ কুতুব ইবরাহিম হুসাইন আশ-শারিবি। মিশরের আসইয়োত জেলার মুশা গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উসমান হুসাইন এবং মা ফাতিমা। কুতুব তার বংশীয় অভিধা। গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফয করেন। ১৯২২ সালে কায়রোর মাদরাসাতুল মুআল্লিমিন আল-আওয়ালিয়্যা (আবদুল আযিয)-এ ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে এখানে তিন বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ১৯২৫ সালে মাদরাসা-ই-তাজহিযিয়্যাতে ভর্তি হন। এখানে চার বছরের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯২৯ সালের শেষ দিকে দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ সম্পন্ন করেন। একই বছরের ডিসেম্বরে তাহজিরিয়্যা দাউদিয়্যাতে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরও তিনটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ বছরের ১ মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে মন্ত্রণালয় তাকে আমেরিকায় প্রেরণ করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু মন্ত্রী তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। ১৯৫৪ সালের ১৩ জানুয়ারি সাইয়িদ কুতুবের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তিনি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালে সরকারবিরোধী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকেই সম্পৃক্ত থাকলেও সাইয়িদ কুতুব ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালের ১৩ জুলাই পিপল্‌স্ কোর্ট সাইয়িদ কুতুবকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৬৪ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২১ আগস্ট সাইয়িদ কুতুবসহ সাতজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোর রাতে সাইয়িদ কুতুব ও তার দুই সঙ্গীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

৯. সাইয়িদ কুতুব, *আল-মুসতাকবালু লি হাযাদ-দ্বীন*, পৃ. ৬৩।

১০. অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis Carrel 1873-1944) : ফরাসি চিকিৎসক ও চিন্তাবিদ। ফ্রান্সে ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন। ১৯১২ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *Man, The Unknown* গ্রন্থটি লিখে তিনি চিন্তার জগতে বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

অনুসন্ধান এবং মানুষের মানসিক, জৈবিক ও মানবিক সৌভাগ্যের জন্য নিয়োজিত জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[১১] গুস্তাভ লি বোঁ[১২] প্রায় একইরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন, সভ্যতা হলো চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিপক্বতা এবং মানুষের অনুভূতি-উপলব্ধির উৎকর্ষ সাধন।[১৩] এসব সংজ্ঞায় মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎ, তার চিন্তাভাবনা ও চরিত্রকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ সভ্যতা বলতে মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ও উৎপাদিত বিষয় ও বস্তুকে বুঝিয়েছেন। উপর্যুক্ত চিন্তাবিদদের মতো তারা মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তারা মানবগোষ্ঠী সমাজে কী উৎপাদন করেছে তার প্রতি লক্ষ রাখেন। জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের উৎপাদিত বিষয়সমূহকে তারা সম্যক দৃষ্টিতে দেখতে চান অথবা তারা একটি দিকের বিবেচনায় অপর একটি দিককে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। যেমন ড. হুসাইন মুনিস[১৪] মনে করেন, জীবনকে সুন্দর ও সুচারু করার জন্য মানবমণ্ডলী যে প্রচেষ্টা ব্যয় করে তার ফলাফলই সভ্যতা। চাই ওই ফল অর্জনের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচেষ্টা ব্যয়িত হোক অথবা বস্তুগতভাবে ও পরোক্ষভাবে অর্জিত হোক।[১৫] তিনি মানুষের প্রচেষ্টা ও তার উৎপাদনের প্রতি সম্যক দৃষ্টিপাত করেছেন। একইভাবে উইল ডুরান্ট[১৬] চিন্তা ও

---

১১. *Man, The Unknown*, পৃ. ৫৭।

১২. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon 1841-1931) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : *The World of Islamic Civilization (1974)*। গ্রন্থটিকে আরবীয় ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে সাম্প্রতিকালে ইউরোপে প্রকাশিত অন্যতম মৌলিক বই হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৩. গুস্তাভ লি বোঁ, *Psychologie du Socialisme*, আরবি অনুবাদ *রুহুল জামাআহ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭।

১৪. হুসাইন মুনিস (১৯১১-১৯৯৬ খ্রি.) : কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ও আরবি ভাষাসংঘের সদস্য ছিলেন। মাদ্রিদে অবস্থিত ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক ছিলেন। মিশর থেকে প্রকাশিত *আল-হিলাল* পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন কিছুদিন। ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে আরবি, ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায় রচিত তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে।

১৫. হুসাইন মুনিস, *আল-হাদারা দিরাসাতুন ফি উসুলি ওয়া আওয়ামিলি কিয়ামিহা ওয়া তাতাউরিহা*, পৃ. ১৩।

১৬. উইল ডুরান্ট (১৮৮৫-১৯৮১ খ্রি.) : বিখ্যাত মার্কিন ইতিহাসবিদ। তার সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হলো ৪২ খণ্ডে প্রকাশিত *The Story of Civilization* (সভ্যতার গল্প)। এটাতে তিনি সূচনালগ্ন থেকে

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানব-উৎপাদনকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। জীবনের অন্যান্য কার্যকারণকে এই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সভ্যতা হলো সামাজিক শৃঙ্খলা, যা মানুষকে চারটি উপাদানের দ্বারা সাংস্কৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উপাদান চারটি এই : অর্থনৈতিক উৎস, রাজনৈতিক সংগঠন, স্বভাবগত ধ্যানধারণা এবং জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চা।[১৭]

কোনো কোনো চিন্তাবিদ সভ্যতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা সভ্যতাকে মানবজীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ বিষয় ও বস্তু বলে আখ্যায়িত করেন। তারা মানবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তা এবং চরিত্র ও আদর্শেরও মূল্য নেই তাদের কাছে। এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে দুটি ঘরানা রয়েছে। একদল হলো বস্তু পূজারি, জাতি বা সমাজ বিনির্মাণে আদর্শ ও মূল্যবোধ একটি মৌলিক চালিকাশক্তি—এ বিষয়টিকে তারা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রীরা ও পুঁজিবাদীরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা সভ্যতা ও নাগরিক সমাজব্যবস্থাকে সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। ড. আহমাদ শালবি[১৮] তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, নাগরিক সমাজব্যবস্থার সংজ্ঞা হলো, বৌদ্ধিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, তথা চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও যন্ত্রের উদ্ভাবনবিদ্যা ইত্যাদির উৎকর্ষ।[১৯]

এই দলেই কেউ কেউ আছেন যারা চরিত্র ও চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। যেমন নিৎশে[২০] এবং এমন অন্য

নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এটি আরবিতে *কিসসাতুল হাদারাহ* নামে অনূদিত হয়েছে।

১৭. উইল ডুরান্ট, *The Story of Civilization*, আরবি অনুবাদ *কিসসাতুল হাদারাহ* থেকে উদ্ধৃত, খ. ১, পৃ. ৯।

১৮. আহমাদ শালবি (১৯১৫-২০০০ খ্রি.) : সমকালীন মিশরের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল উলুমে পড়ালেখা শেষ করেন। মিশরের ও আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মাউসুআতুত তারিখিল ইসলামিয়্যি*, এবং *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*।

১৯. আহমাদ শালবি, *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ২০।

২০. নিৎশে : ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ ভিলহেল্ম নিৎশে (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ১৮৪৪ সালের ১৫ অক্টোবর জার্মানির প্রুশিয়ার অন্তর্গত রকেন গ্রামের এক প্রোটেস্ট্যান্ট পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন ও লাইপ্‌ৎসিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও

দার্শনিকগণ যারা বলেন, সভ্যতা হলো মধ্যপন্থা ও চরিত্রের বিনাশ ঘটানো এবং যা-ইচ্ছা-তাই করার ক্ষেত্রে আমাদের মুক্ত-স্বাধীন স্বভাবের লাগাম ছেড়ে দেওয়া। তারা আরও বলেছেন, চরিত্র দুর্বল মানুষদের উদ্ভাবন ছাড়া কিছু নয়। যাতে তারা এর দ্বারা শক্তিমানদের রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারে। আমরা চরিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।[২১]

আরেক দল বস্তুবাদী আছেন যারা চরিত্রের ভূমিকাকে খাটো করতে চান না, তবে তারা সভ্যতাকে চূড়ান্তরূপে বস্তুবাদী বিষয় মনে করেন। তাদের লেখা থেকে এটাই বোঝা যায়। মানবচরিত্রের সঙ্গে সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ইবনে খালদুনের নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকে এই ধরনের অর্থই ফুটে ওঠে,

> সভ্যতা হলো বিলাসব্যসনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, তার অবস্থার উৎকর্ষ সাধন—রন্ধন, পোশাক-আশাক, গৃহসজ্জা, গৃহনির্মাণ, আসবাব ও তৈজসপত্র—যা-কিছু জীবনকে সুন্দর ও সুচারু করে এমন শিল্পমণ্ডিত বস্তুরাশিতে আসক্তি। এই রুচিশীলতা অসংখ্য শিল্পবস্তুর নির্মাণ আবশ্যক করে তোলে।[২২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবনে খালদুন চরিত্র ও মূল্যবোধকে সভ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাননি, বরং তিনি জাতি বিনির্মাণে চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাব্যস্ত করেছেন। তবে আমরা যেমন বলেছি, তিনি এখানে সভ্যতা শব্দটিকে নাগরিক জীবন ও তার অনুগামী বিষয়সমূহের বিশেষণ বলে বিবেচনা করেছেন।

ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাবলিতেও তার আগ্রহ দেখা যায়। প্রচলিত নৈতিক ধারণা সম্পর্কে নিৎশের অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তার দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, অতিমানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রিষ্টধর্মের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণের প্রতি ঘৃণা, যেকোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ প্রতিরোধের প্রয়াস হিসেবে তার মতবাদ চিহ্নিত হয়ে আসছে। বিশ শতকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির উত্থানের পেছনে নিৎশের দর্শনের প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। তার রচনাবলিতে কাব্যময়তা ও আবেগপূর্ণ স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি ব্যাধিগ্রস্ত মনের সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়। *'জরথুস্ত্রের বাণী'*, *'ভালোমন্দের অতীত'*, *'নীতির পরিবর্তন'* এবং *'খ্রিষ্ট-বিরোধ'* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিৎশে ২৫ আগস্ট ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুবরণ করেন।

২১. আন্দ্রে ক্রিসঁ, *Le problème moral et les philosophes* (১৯৩৩), আরবি অনুবাদ *আল-মুশকিলাতুল আখলাকিয়্যা ওয়াল-ফালাসিফাহ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩২।

২২. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ২, পৃ. ৮৭৯।

আমরা যেমন দেখছি, সভ্যতার অনেক সংজ্ঞা ও পরিচয় রয়েছে। অর্থাৎ, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। এটা যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে যে, শব্দটি নতুন উদ্ভাবিত এবং এ কারণে প্রত্যেক চিন্তাবিদের কাছে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে তেমনই তা মানবচিন্তার প্রতিটি ঘরানার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও আইডিয়োলজির প্রতি ইঙ্গিত করে। এসব সংজ্ঞা বিপরীতমুখী হোক বা সম্পূরক, সভ্যতা সম্পর্কিত আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে। এ বিষয়ে যারা আলোচনা করতে চান তাদের প্রত্যেকের বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি মনে করি, সভ্যতা হলো স্রষ্টার সঙ্গে এবং বসবাসরত মানবমণ্ডলী ও ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণে মানুষের শক্তি ও যোগ্যতা।

আমার মতে, যখনই এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে তখনই সভ্যতার অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর যখনই এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই মানুষ পিছিয়ে পড়ে, তার অধঃপতন ঘটে।

সুতরাং সভ্যতা হলো প্রথমত মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার ক্রিয়াকর্মের, দ্বিতীয়ত সমাজে বসবাসরত অন্য মানবমণ্ডলীর সঙ্গে তাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার আচার-আচরণের, তৃতীয়ত মানুষ ও পৃথিবীর পরিবেশের—যেখানে আছে পশুপাখি, মাছ, বৃক্ষরাজি, ভূমি, খনিজ সম্পদ, অন্যান্য ঐশ্বর্যসহ যাবতীয় সৃষ্টি—মধ্যকার সম্পর্কের ফলাফল।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনটি সম্পর্ক দাঁড়াল। সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর হলো মানুষের পক্ষে উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ে সর্বোত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারা। আর অসভ্যতা ও অধঃপতনের চূড়ান্ত স্তর হলো একইসঙ্গে তিনটি সম্পর্কের অবনতি ঘটা। এ সম্পর্ক তিনটির উঁচু-নিচু বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এসব সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের প্রেক্ষিতে সভ্যতার স্তর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এই সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে অনেক সভ্য সমাজ রয়েছে, কিন্তু সভ্যতার একটি দিকের বিবেচনায় তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও সভ্যতার অন্যান্য দিকের বিবেচনায় তারা অসভ্যতা ও পশ্চাৎপদতার চরমতম পর্যায়ে রয়েছে।

যে মানবগোষ্ঠী সুখসৌভাগ্য ও আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করার জন্য বস্তুরাশিকে যথার্থরূপে কাজে লাগাতে পারে, হাতিয়ার ও উপকরণ তৈরি করে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্রমশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং পরিবেশ-পৃথিবীর অন্যান্য উপাদানের কোনোরূপ ক্ষতি না করেই এ সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তারা একটি সম্পর্কের বিবেচনায় সভ্য মানবগোষ্ঠী। এটিকে আমি উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় তৃতীয় পর্যায়ের সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ, মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক। কিন্তু এই মানবগোষ্ঠীই স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকতে পারে অথবা স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ ও তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টিকে তারা অবজ্ঞা করতে পারে এবং একজন বান্দারূপে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণে যে চাহিদা তা তারা পূরণ নাও করতে পারে। এ দিকটির বিবেচনায় এই মানবগোষ্ঠী অসভ্যতা ও অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আবার এমন হতে পারে, কোনো মানুষ স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করে, তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট মূল্যবোধের পরিচয় দেয়। এ দিকটির বিবেচনায় সে সভ্য মানুষ। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে তার কার্যকলাপ খুব খারাপ, পশুপাখি ও বৃক্ষরাজির প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই, সেগুলোকে কষ্ট দেয়, ধ্বংস করে এবং সীমালঙ্ঘন করে। এই দিকটির বিবেচনায় সে পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত।

এমনকি মানুষ কোনো পর্যায়ের এক দিকের বিবেচনায় সভ্য ও অন্যদিক বিবেচনায় অসভ্যও হতে পারে। যেমন সে নিজের আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এ দিকটির বিবেচনায় সে সভ্য। কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও গোত্রের লোকদের সঙ্গে তার আচরণ খুবই খারাপ, নিজের পরিবারের সঙ্গে যে ন্যায়সংগত আচরণ করে তাদের সঙ্গে তা করে না এবং নিজ গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে যে মমতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, ভিন্ন গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে সে সম্পর্ক নেই। এই দিকটির বিবেচনায় সে অসভ্য। তার জুলুম অনুযায়ীই তার পশ্চাৎপদতা এবং তার দুষ্কৃতি অনুযায়ীই তার অসভ্যতা।

যে মানুষ উন্নত হাতিয়ার উদ্ভাবন করে তা আত্মরক্ষা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যবহার করে সে সভ্য; কিন্তু জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নে তা ব্যবহার করলে সে অসভ্য মানুষ।

উল্লিখিত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমাদের চারপাশে বিরাজমান সমাজব্যবস্থার প্রতি আমাদের অনেক সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারি। যে-সকল রাষ্ট্রকে বর্তমানে সভ্য রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে, যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও এরকম অন্যান্য রাষ্ট্র, তারা পৃথিবী-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিবেচনায় সভ্য। মানবাধিকার ও প্রাণী-অধিকারের কিছু বিষয় বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতেও তারা সভ্য। কিন্তু তারা তাদের সমাজের ভেতরে ও বাইরে কিছু চারিত্রিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে অসভ্য ও পশ্চাৎপদ। যে মানুষটি বিবাহিত জীবনের বলয়ের বাইরে যৌন-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অশ্লীলতার প্রসার, অবাধ যৌনতাচর্চা, নারী-পুরুষের নির্লজ্জ মেলামেশা, বংশকৌলিন্য বিনাশ করে সন্তান নষ্ট করাসহ সমাজে বিভিন্ন ফেতনা-ফ্যাসাদের জন্ম দেয় তার পক্ষে সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। যে লোকটি মা-বাবাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার পক্ষেও সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। যে লোকটা মদ্যপান করে, সুদি লেনদেন করে, মাদক সেবন ও চালানের সঙ্গে যুক্ত, জুয়া খেলে, লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতায় মত্ত সে কখনো সভ্য হতে পারে না। যে মানুষ দ্বৈত নীতি অবলম্বন করে, দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়, গরিব মানুষের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করে, তারও পক্ষে কখনো সভ্য হওয়া সম্ভব নয়।

উপরন্তু উপর্যুক্ত জাতি-গোষ্ঠীগুলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে চরমতম পশ্চাৎপদ। স্রষ্টা আছেন বলে যাবতীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ, তাঁর মুজিযা ও কুদরতের কারিশমা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কিছুতেই সভ্য হতে পারে না। একইভাবে যারা মানুষপূজা, পাথরপূজা ও গরুপূজার বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে তাদের পক্ষেও সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে, জীবনের অন্যান্য দিকের বিবেচনায় তাদের সভ্য হওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করছি। তারা উপকারী ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে, উপকারী হাতিয়ার ও যন্ত্র তৈরি করেছে, অন্য অবদানও আছে। কিন্তু এটা হলো বিবেচনাযোগ্য যেসব দিক আছে তার একটি দিকমাত্র।

উপর্যুক্ত মানদণ্ডসমূহের প্রেক্ষিতে কোনো ধরনের পক্ষপাত ছাড়াই আমি বলতে পারি যে, পৃথিবীর বুকে ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা তিনটি সম্পর্কের প্রতিটির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন করেছে। এখানে স্রষ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ ধারণা রয়েছে, কীভাবে তার যথাযথ আনুগত্য ও ইবাদত করা যায় সেটাও বোঝা আছে। এই সভ্যতাই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরে চারিত্রিক গুণাবলির পরিপূর্ণতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কাছের বা দূরের উম্মতের সকল সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ও আচার-আচরণে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। যারা শত্রুপক্ষ ও বিরুদ্ধতাবাদী তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। বরং ইসলামি সভ্যতাই যুদ্ধকালীন চরিত্রের বিবেচনাকে মানবিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। অর্থাৎ, মুসলিমগণ অন্যদের সঙ্গে চরম বিরোধকালে, এমনকি যুদ্ধের সময়ও চারিত্রিক মানদণ্ডের প্রতি সম্মান বজায় রাখেন। মুসলিম হিসেবে যে সভ্য আচরণ তাদের পক্ষে সম্ভব সে আচরণই তারা করে থাকেন। ইসলামি সভ্যতাই বিড়ালকে বেঁধে রেখে মেরে ফেলার কারণে এক নারীর জাহান্নামি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে[২৩] এবং এই সভ্যতাই পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক পুরুষের[২৪] বা (অন্য বর্ণনামতে) দুশ্চরিত্রা নারীর জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে।[২৫] ইসলামি সভ্যতাই জীবনমুখী জ্ঞান–চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা,

---

২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক নারীকে আযাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে খাবার দেয়নি, পানি দেয়নি, এমনকি জমিনের ঘাস খেয়ে বাঁচার জন্য ছেড়েও দেয়নি।' *বুখারি*, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : ফাদলু সাকয়িল মা, হাদিস নং ২২৩৬; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : তাহরিমু কাতলিল হিররাহ, হাদিস নং ২২৪২।

২৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একজন লোক দেখল যে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি খাচ্ছে। সে তার মোজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করিয়ে তৃপ্ত করল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-উযু, বাব : আল-মাউল লাযি ইয়ুগসালু বিহি শারুল ইনসান, হাদিস নং ১৭১; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল-বাহায়িমিল মুহতারামাহ ওয়া ইতআমুহা, হাদিস নং ২২৪৪।

২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বনি ইসরাইলের এক দুশ্চরিত্রা নারী তা দেখতে পেল। সে তার পাদুকা খুলে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : তুমি কি মনে করো যে কাহফ ও গুহার অধিবাসীরা..., হাদিস নং ৩২৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল বাহায়িমিল মুহতারামাহ ওয়া ইতআমুহা, হাদিস নং ২২৪৫।

রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাকার অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই দৃশ্যপটে ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা প্রতিটি পর্যায়ে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে। অন্যান্য সভ্যতা কোনো-না-কোনো দিক বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ থেকেই আমরা আল্লাহর এই বাণীকে বুঝতে পারি,

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে।[২৬]

এটা ভিত্তিহীন অহেতুক বিষয় নয়। বরং আমরা ইসলামের সুদৃঢ় আদর্শের ফলে এই সভ্য উন্নত উৎকর্ষমণ্ডিত অবস্থায় পৌঁছেছি। এর দ্বারা কেবল মুসলিমরা নয়, অমুসলিমরাও সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ববাসী উপকার লাভ করেছে। এ কারণে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি।

আমরাই একমাত্র জাতি যাদের রয়েছে জীবনাচারের সঠিক ও শুদ্ধ মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের দ্বারা আমরা যেকোনো ক্রিয়াকলাপ ভালো না মন্দ তা বিচার করতে পারি। অধিকাংশ মানুষ নামমাত্র উপাসনা করে, তাদের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ইবাদতের সঠিক মানদণ্ড ও পদ্ধতি রয়েছে কেবল মুসলিমদের কাছে। অধিকাংশ মানুষ নির্দিষ্ট চারিত্রিক নীতি দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখে, কিন্তু এই চারিত্রিক নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। একটি সমাজব্যবস্থায় যেটাকে ন্যায়সংগত মনে করা হয় অন্য সমাজব্যবস্থায় সেটাকে জুলুম ও অন্যায় ভাবা হয়। কেউ কেউ যেটাকে দয়া ও অনুগ্রহ মনে করে, অন্যরা সেটাকে নৃশংসতা মনে করে। সঠিক চারিত্রিক নীতি ও মানদণ্ড ইসলাম ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইসলামি শরিয়তকে বিশ্ববাসীর জীবনবিধান মনোনীত করেছেন।

যে মতাদর্শ আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য নাযিল করেছেন তার কারণে সভ্যতার বা অসভ্যতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজের ওপর কর্তৃত্ব

---

[২৬]. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০।

করার যোগ্যতা তাদের দেওয়া হয়েছে, এই বক্তব্যের জোরালো সমর্থন আমরা পাই আল্লাহর এই বাণী থেকে,

﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির।[২৭]

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রোমানরা কোনো বিবেচনায় সভ্য হলেও অন্য বিবেচনায় সভ্য ছিল না। পারস্য বা ভারতীয় বা চৈনিক সমাজব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা সাক্ষী রয়েছি। একইভাবে আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজব্যবস্থার ব্যাপারেও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। একইভাবে যেসব সমাজব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত হবে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সাক্ষী থাকব। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে-সকল সমাজব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও আমরা সাক্ষী। সেসব সমাজব্যবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি সত্য, তবে কুরআনুল কারিমে রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সেগুলোর সংবাদ আমরা জেনেছি। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ সংবাদ আমরা অবগত হয়েছি। হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা এমনটাই বুঝে থাকি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»

কিয়ামতের দিন নুহ আ. ও তার উম্মত উপস্থিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। তারপর আল্লাহ তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তোমাদের কাছে

---

[২৭]. সুরা হজ : আয়াত ৭৮।

আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন? তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোনো নবী আসেনি। তখন আল্লাহ নুহ আ.-কে বলবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষী রয়েছে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মত। তখন আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ কথারই উল্লেখ করেছেন, 'এইভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও।'[২৮], [২৯]

এই বইয়ে আমরা গড়পড়তা সাধারণ সভ্যতা নিয়ে–যার অনেক তুল্য ও সমকক্ষ রয়েছে–আলোচনা করব না, বরং আমরা 'নমুনা-সভ্যতা' সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মানদণ্ডে নিজেদের যাচাই করা প্রত্যেক সমাজের উচিত।

এই বই পাঠে আমরা আবশ্যিকভাবে যা জানতে পারব, এগুলোতেই সভ্যতা সীমিত উদ্দেশ্য নয়, এটা অসম্ভবও। এখানে কিছু প্রবেশদ্বার উল্লেখ করব, কিছু দুয়ার উন্মুক্ত করব। যদ্দ্বারা কূলহীন ইসলামি সভ্যতার সাগরে প্রবেশ করতে পারি।

ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এই সভ্যতার উৎকর্ষ ও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর সঙ্গে গভীর ও দৃঢ় বন্ধন। এই দুটি উৎসই মুসলিম এবং তাদের প্রতিপালক, সমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণে সম্যক ভূমিকা রেখেছে। কুরআন ও সুন্নাহে আইনকানুন ও সূক্ষ্ম নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রতিটি ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত সভ্যতা নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছে। এমনকি বস্তুগত যাবতীয় বিষয়, বরং আনন্দ-বিলাসের বিষয়গুলোও কুরআন ও সুন্নাহর সংহত নীতি-আদর্শে আলোচিত হয়েছে। আরবদের ইসলামপূর্ব ইতিহাস কোনোভাবেই এদিকে ইঙ্গিত করেনি যে তারা একসময় পৃথিবীর নেতৃত্বে সমাসীন হবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে নামিদামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করবে। ইসলাম ও তার আইনকানুন আত্মস্থ ও আঁকড়ে ধরা ছাড়া

---

২৮. সুরা বাকারা : আয়াত ১৪৩।

২৯. *বুখারি*, কিতাব : আম্বিয়া, হাদিস নং ৩১৬১।

আরবদের উন্নতি ও উৎকর্ষের কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। উমর ফারুক রা. এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'আমরা ছিলাম হীন জাতি, আল্লাহ তাআলা ইসলাম দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ যা দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন তা ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা যদি সম্মান চাই তবে আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন।'[৩০] যারা এই বই পড়বেন তাদের প্রত্যেকের মনে যে প্রশ্নের উদয় হবে, উমর ফারুক রা.-এর বক্তব্য থেকেই তার জবাব দিতে পারি। প্রশ্নটি এই, আমরা যদি উন্নতি ও উৎকর্ষের উচ্চতর শিখরে পৌঁছেই থাকি তবে বর্তমানে আমাদের অবস্থা করুণ কেন? কেন এই বিপর্যয়, দুর্দশা, জটিলতা, অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতা?

এই প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ ও স্পষ্ট, মুসলিমগণ তাদের শক্তি ও ক্ষমতার উপকরণ পরিত্যাগ করেছে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবজ্ঞা করেছে। কুরআন-সুন্নাহর সংহত আইনকানুন ও অবিনশ্বর বিধানকে তারা অবহেলা করেছে। শুধু তাই নয়, মুসলিমগণ পশ্চিমাদের দ্বারা এমনভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছে যে তারা পাশ্চাত্যসভ্যতায় তাদের উত্তরণ ও শক্তির উপকরণ খুঁজতে লেগে গেছে। তারা এটা বুঝতেও পারছে না যে, পশ্চিমা সভ্যতা কোনো প্রেক্ষিতের বিচারে উন্নতি লাভ করলেও অন্যান্য প্রেক্ষিতের বিবেচনায় অধঃপতিত ও পশ্চাৎপদ। কারণ চূড়ান্ত বিচারে সেটা মানবসৃষ্ট সভ্যতা এবং মানুষ সঠিক কিছু করে তো কিছু ভুল করে। একমাত্র ইসলামই সুসংহত ও সুগঠিত জীবনবিধান, এতে কোনো ভ্রান্তি নেই, কোনো ত্রুটি নেই।

আমাদের অবশ্যকর্তব্য আমাদের দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি কার্যত আস্থা রাখা, যাতে আমরা ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ ও সম্মানিত বোধ করতে পারি এবং অন্যান্য মানবসভ্যতার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ববোধ করতে পারি। এসব কথা অহংকার ও আত্মম্ভরিতাবশত নয়, বরং আমাদের যে বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে এবং চারপাশের মানবমণ্ডলীর প্রতি যে অনুগ্রহ ও ভালোবাসা রয়েছে তার কারণেই। মানুষ অনেক সময়ই নিজের অজ্ঞাতসারেই, অবচেতন মনেই বহুবিধ জটিলতা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তখন মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যতীত অন্যকোথাও মুক্তি মেলে না। গুস্তাভ

---

৩০. *মুসতাদরাকে হাকেম*, খ. ১, পৃ. ১৩০।

লি বোঁর কথায় উপর্যুক্ত বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি ইসলামি সভ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, আরব মুসলিমদের সভ্যতা ইউরোপীয় জংলি জাতিগুলোকে মনুষ্যত্বের জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবদের লিখিত গ্রন্থরাশি ছাড়া জ্ঞানের কোনো উৎসের খবর জানে না। আরব মুসলিমরা ইউরোপকে বস্তুগত, জ্ঞানগত ও চরিত্রগত দিক দিয়ে সভ্য করে তুলেছে। ইতিহাসে এমন কোনো জাতির কথা নেই যারা সভ্যতায় মুসলিমদের সমান অবদান রাখতে পেরেছে।[৩১]

উপর্যুক্ত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা এবং এই বই সম্পর্কে গভীর আলোকপাতের পর যে প্রশ্নটি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় তা এই, এই বই পাঠের পর আমাদের কী করা উচিত? আমাদের পূর্বসূরি মনীষীবৃন্দ সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তা জানার পর আমাদের কর্তব্য কী?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, বরং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সম্ভবত এই প্রশ্নের জবাব খোঁজাই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে অবস্থা ও স্তর নির্ধারণ করেছেন সেখানে ফিরে আসার প্রথম পথ।

হ্যাঁ, এই প্রশ্নের জবাব আমি বইয়ের শেষে দেবো, ইসলামি ইতিহাসের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে প্রমোদভ্রমণের পর আপনারা তা জানতে পারবেন।

আসুন, এবার বইটি পড়া যাক!

আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

—ড. রাগিব সারজানি

---

৩১. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ২৭৬।

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

সূ চি প ত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রথম অনুচ্ছেদ : মক্তব ১৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মসজিদ ২৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মাদরাসা বা বিদ্যালয় ৪৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় গ্রন্থাগার

প্রথম অনুচ্ছেদ : গ্রন্থাগার ও তার প্রকারসমূহ ৬৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাগদাদ গ্রন্থাগার
(ক্রমবিকশিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়) ৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী-সমাজ

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানী-সমাজের বিকাশ ৮৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীদের অবস্থান ৯৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইজাযত ১০৫

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

প্রথম অনুচ্ছেদ : চিকিৎসাবিজ্ঞান ১১৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পদার্থবিজ্ঞান ১২৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আলোকবিজ্ঞান ১৪৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জ্যামিতি ১৫৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ভূগোলবিদ্যা.....১৬৫
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : জ্যোতির্বিজ্ঞান.....১৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

প্রথম অনুচ্ছেদ : রসায়নশাস্ত্র ২১৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ওষুধবিজ্ঞান..... ২১৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভূতত্ত্ববিদ্যা ২২৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বীজগণিত..... ২৪৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : যন্ত্রপ্রকৌশল.....২৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম অনুচ্ছেদ : পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস.....২৬৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাওহিদ ও আকিদাগত চিন্তাধারণার সংশোধন..২৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশ

প্রথম অনুচ্ছেদ : দর্শনবিজ্ঞান ২৮৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইতিহাসবিজ্ঞান ২৯৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সাহিত্য.....৩১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন

প্রথম অনুচ্ছেদ : সমাজবিজ্ঞান ৩২৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শরিয়া-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান..... ৩৩৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ৩৫৩

চিত্র সূচি

চিত্র নং-১ : আল-উমাবি জামে মসজিদ ৩৬
চিত্র নং-২ : আমর ইবনুল আস রা. জামে মসজিদ ৩৭
চিত্র নং-৩ : আল-আযহার জামে মসজিদ.....৩৮
চিত্র নং-৪ : আয-যাইতুনা জামে মসজিদ..... ৪০
চিত্র নং-৫ : আল-কারাউইন জামে মসজিদ ৪১

চিত্র নং-৬ : আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহ ৪৭
চিত্র নং-৭ : 'আত-তাসরিফ' গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা ১১৭
চিত্র নং-৮ : 'মিযানুল হিকমা'.....১৩৪
চিত্র নং-৯ : ইবনে হাইসাম রচিত 'তাশরিহুল আইন'.....১৫০
চিত্র নং-১০ : নাসিরুদ্দিন তুসির গ্রন্থ.....১৫৬
চিত্র নং-১১ : ইদরিসি কৃত পৃথিবীর মানচিত্র.....১৭২
চিত্র নং-১২ : মহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্র ১৮৩
চিত্র নং-১৩ : অ্যাস্ট্রোল্যাব.....১৯৮
চিত্র নং-১৪ : জাবের ইবনে হাইয়ান রচিত 'আস-সিররুস সার'...২১৬
চিত্র নং-১৫ : ইবনে বাইতারের গ্রন্থ..... ২২৭
চিত্র নং-১৬ : আল-খাওয়ারিজমি রচিত 'আল-জাবরু' (বীজগণিত)..২৪৬
চিত্র নং-১৭ : ইবনে সিনা রচিত 'আশ-শিফা'.....২৯৩
চিত্র নং-১৮ : সুবকি রচিত 'তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ'.....৩০৪
চিত্র নং-১৯ : দিওয়ানুল মুতানাব্বি.....৩১৮
চিত্র নং-২০ : ইবনে খালদুনের গ্রন্থ ৩৩২
চিত্র নং-২১ : সহিহুল বুখারি ৩৪৬
চিত্র নং-২২ : ইমাম শাফিয়ি রচিত 'আর-রিসালাহ' ৩৪৮

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

তৃতীয় খণ্ড

উমাইর লুৎফর রহমান
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

সূ চি প ত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

প্রথম পরিচ্ছেদ

খিলাফত ও নেতৃত্ব

প্রথম অনুচ্ছেদ : খিলাফতের শর্তসমূহ ১৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আমির বা খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি.....২১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাইআত (তথা খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার)..... ৩৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : পরবর্তী খলিফা নির্বাচন ৪১
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : জনগণের সঙ্গে শাসকদের সম্পর্ক ৪৭
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ৫৩
সপ্তম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক ৬৫
অষ্টম অনুচ্ছেদ : সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক যত গোলযোগ ..৭৭
নবম অনুচ্ছেদ : শুরা (পরামর্শসভা) ৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণালয়

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের মহত্ত্ব ৯৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ১০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভাগ ও কার্যালয়

প্রথম অনুচ্ছেদ : পত্র ও রচনা বিভাগ.....১১৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ভাতা ও সৈনিক বিভাগ.....১২৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ বিভাগ..... ১২৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ.....১৩৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : রাজকোষ বা অর্থ তহবিল.....১৫৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : পুলিশ প্রশাসন ১৬৫

সপ্তম অনুচ্ছেদ : আল-হিসবাহ ১৭৫
অষ্টম অনুচ্ছেদ : সামরিক বিভাগ.....১৯৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ

প্রথম অনুচ্ছেদ : সভ্য জাতি বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি ন্যায়বিচার অনুসন্ধানের আগ্রহ লালন ২২৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিচারকের ন্যায়প্রতিষ্ঠার সহায়ক কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার.....২২৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নয়ন ২৩৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বিচারক নিয়োগ ও যাচাই পদ্ধতি.....২৪৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বিচারকদের দায়িত্ব নির্ধারণ.....২৪৯
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন ২৫১
সপ্তম অনুচ্ছেদ : বিচারব্যবস্থার ওপর নজরদারি.....২৫৩
অষ্টম অনুচ্ছেদ : খলিফা ও শাসকগণও বিচারের আওতাধীন ২৫৭
নবম অনুচ্ছেদ : অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ এবং তার উন্নয়ন .২৬৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিভাগ

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতাল ২৮৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন.....২৯৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পান্থনিবাস ও সরাইখানা ৩০৫

চিত্র সূচি

চিত্র নং-১ : মাওয়ারদি রচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা' ৫৬
চিত্র নং-২ : তরবারি.....১৯৪
চিত্র নং-৩ : সামরিক পোশাক (বর্ম) ১৯৬
চিত্র নং-৪ : শিরস্ত্রাণ.....১৯৮
চিত্র নং-৫ : ক্ষেপণাস্ত্রের নমুনা ১৯৯
চিত্র নং-৬ : নুরি হাসপাতাল, দামেশক.....২৮৯
চিত্র নং-৭ : মানসুরি বড় হাসপাতাল.....২৯০

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

চতুর্থ খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

সূ চি প ত্র

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সৌন্দর্যচর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামি শিল্পকলা

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্থাপত্যকলা ১৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অলংকরণ-শিল্প ২৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আরবি লিপিকলা ৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রীর নান্দনিকতা

প্রথম অনুচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সৌন্দর্য ৪১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিল্প-সামগ্রীর সৃজনশীলতা ৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবেশের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা

প্রথম অনুচ্ছেদ : কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সৌন্দর্য-বিষয়ক আলোচনা .. ৫৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় বাগানের বিস্তার ৬৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি বাগানগুলোর অনন্যতা ৭৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ফোয়ারা ৭৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য

প্রথম অনুচ্ছেদ : শরীরের সৌন্দর্য ৮৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পোশাকের সৌন্দর্য ৯৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ঘরবাড়ি, পথ ও শহরের সৌন্দর্য ১০৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সুন্দর রুচিবোধ ১১৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য

প্রথম অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি, উজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর কথা ১২৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্বচ্ছ মন ও মানবপ্রেম ১৩১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : উত্তম চরিত্র.....১৩৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অনুপম রুচিবোধ.....১৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাম, পদবি ও শিরোনামের সৌন্দর্য

প্রথম অনুচ্ছেদ : নাম ও উপাধির সৌন্দর্য.....১৫৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরোনামের নান্দনিকতা.....১৬৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ডোভা : একটি নান্দনিক ইসলামি শহরের নমুনা

প্রথম অনুচ্ছেদ : এক নজরে কর্ডোভার ভূগোল ও ইতিহাস.....১৭৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কর্ডোভায় অবস্থিত সভ্যতার নিদর্শন ১৭৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কর্ডোভা : এক আধুনিক শহর ১৮৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা ১৯১

অষ্টম অধ্যায়

ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে ইসলামি সভ্যতার পারাপারস্থল বা সেতু

প্রথম অনুচ্ছেদ : আন্দালুস..... ১৯৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সিসিলি ২০৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ক্রুসেড যুদ্ধ.....২১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব : কিছু নিদর্শন

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বাস ও আইনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব.....২১৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞানবিজ্ঞানে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব ২২১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব.....২২৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শিষ্টাচার ও আচরণে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব...২৩৭
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : শিল্পকলায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব ২৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার মূল্যায়নে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি...২৫৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি . ২৬৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি ২৬৭

পরিশিষ্ট

চিত্র সূচি

চিত্র নং-১ : সুলতান আহমাদ জামে মসজিদ ১৬
চিত্র নং-২ : স্তম্ভের নির্মাণকলা ১৭
চিত্র নং-৩ : বহিঃগাত্রীয় মুকারনাস ১৮
চিত্র নং-৪ : অভ্যন্তরীণ মুকারনাস (মেহরাব) ১৮
চিত্র নং-৫ : মাশরাবিয়াত ১৯
চিত্র নং-৬ : স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন নির্মাণকলা ২০
চিত্র নং-৭ : ফাঁপা খিলান (মসজিদে উমাইয়া) ২২
চিত্র নং-৮ : কাইতবাই দুর্গ.....২৫
চিত্র নং-৯ : আরাবেস্ক-শিল্প.....২৭
চিত্র নং-১০ : ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ.....২৮
চিত্র নং-১১ : জ্যামিতিক অলংকরণ.....৩০
চিত্র নং-১২ : নিখুঁত কারুকার্য ৩১

চিত্র নং-১৩ : কুঠার.....৫৩
চিত্র নং-১৪ : তালা ও চাবি.....৫৩
চিত্র নং-১৫ : অশ্বপৃষ্ঠের জিন ৫৩
চিত্র নং-১৬ : জগ.....৫৩
চিত্র নং-১৭ : পট ৫৩
চিত্র নং-১৮ : অলংকার ৫৩
চিত্র নং-১৯ : থালা ৫৪
চিত্র নং-২০ : পানপাত্র ৫৪
চিত্র নং-২১ : মোমবাতি..... ৫৪
চিত্র নং-২২ : দরজা ৫৪
চিত্র নং-২৩ : তরবারির খাপ ৫৪
চিত্র নং-২৪ : খিলান..... ৫৪
চিত্র নং-২৫ : আন্দালুসের বাগান ৬৫
চিত্র নং-২৬ : বায়জিদ কমপ্লেক্স (তুরস্ক) ৬৮
চিত্র নং-২৭ : তোপকাপি প্রাসাদের বাগান ৬৮
চিত্র নং-২৮ : তাজমহলের বাগান ৭২
চিত্র নং-২৯ : আন্দালুসের ফোয়ারা (গ্রানাডা) ৭৯
চিত্র নং-৩০ : কারাউন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণের ফোয়ারা (মরক্কো)... ৮০
চিত্র নং-৩১ : স্তম্ভ, কর্ডোভা জামে মসজিদ.....১৮১
চিত্র নং-৩২ : মেহরাবের সামনে খিলান ১৮৪
চিত্র নং-৩৩ : সিডিওর গ্রন্থের প্রচ্ছদ..... ২২০
চিত্র নং-৩৪ : জাবের ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ ২২৩
চিত্র নং-৩৫ : 'শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব' গ্রন্থের প্রচ্ছদ ২২৫
চিত্র নং-৩৬ : ইবনুল হাইসামের গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ ২৫৫
চিত্র নং-৩৭ : খাওয়ারিজমির গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ ২৫৯